দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 10 FEB 1994
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৩

22

অধ্যক্ষ মাঝে দাঁড়াইয়া বরিশাল মেডিকেলে বন্দুকযুদ্ধ থামাইলেন

বরিশাল অফিস।। শেরেবাংলা মেডিকেল কলেজ ছাত্রাবাসে দুইদল ছাত্রের দীর্ঘক্ষণ বন্দুকযুদ্ধ ও বোমাবাজিতে কমপক্ষে ৮/১০ জন আহত হয়। বোমা ও গুলীতে আহত দুইজনের অবস্থা গুরুতর। গতকাল (বুধবার) দুপুরে এই যুদ্ধ শুরু হয়। বোমাবাজির ফলে ভীত হইয়া হোস্টেলের বাউণ্ডারী ওয়াল সংলগ্ন বহু পরিবার বাড়ী-ঘর ছাড়িয়া নিরাপদ আশ্রয়ে চলিয়া

(১০ম পৃঃ ৩-এর কঃ দ্রঃ)

অধ্যক্ষ

(১ম পৃঃ পর)

যায়। গুলী বিনিময়কালে কলেজ অধ্যক্ষ প্রফেসর আঃ লতিফ সাহসের সাথে দুই পক্ষের মধ্যবর্তী স্থানে দুই হাত তুলিয়া দাঁড়াইয়া যান। সঙ্গে সঙ্গে গুলীবর্ষণ বন্ধ হয়। এই সময় পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছিলে বহিরাগত অস্ত্রধারীরা ও অস্ত্রধারী ছাত্ররা ক্যাম্পাস ত্যাগ করে। ছাত্ররা জানায়, প্রথম বর্ষের ছাত্রদের দলে ভিড়ানোর জন্য ছাত্রলীগ (ম-ই) ও ছাত্রদল গত প্রায় এক সপ্তাহ যাবৎ 'তৎপরতা' চালাইয়া আসিতেছিল। মঙ্গলবার ইহা লইয়া ক্যাম্পাস উত্তপ্ত হয়। গতকাল (বুধবার) কতিপয় ছাত্র অপরপক্ষের এক-জনের নাম ধরিয়া গালাগালি করে। ইহাতে সেই দলের কর্মীরা ক্ষিপ্ত হইয়া যায়। ইহা লইয়া শুরু হইয়া যায় বোমা-বাজি। শতাধিক বোমা বিস্ফোরণে গোটা এলাকা প্রকম্পিত হইয়া উঠে। একই সঙ্গে নীচতালায় শুরু হয় 'ক্রস-ফায়ার'। পিস্তল, পাইপগান, কাটা রাইফেল প্রকাশ্যে উঁচাইয়া ৫০ রাউণ্ডের অধিক গুলী ছোড়া হয়। ইট-পাটকেলও নিক্ষিপ্ত হইতে থাকে। এই দৃশ্যের মধ্যে অধ্যক্ষ মাঝখানে দাঁড়াইয়া গোলাগুলী বন্ধ করেন। তবে পরিস্থিতি এখনও উত্তপ্ত। বহিরাগতরা অস্ত্র লইয়া উভয় হলে রাতে অবস্থান করিতেছিল। ক্যাম্পাসে পুলিশ মোতায়েন করা হইয়াছে।